দৈনিক বাংলা

তারিখ 07 AUG 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: ২৩শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৩: ৭ই আগস্ট, ১৯৮৬

শিক্ষা পরিদফতরের অবস্থা

প্রেসিডেন্ট এরশাদ মঙ্গলবার শিক্ষা পরিদফতরের অবস্থা দেখে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। আকস্মিকভাবে সেখানে গিয়ে তিনি অফিসের ফাইলপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নোংরা অবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন। সেগুলো যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, এ অবস্থায় কোন অফিসের কাজ চলতে পারে না এবং এমন অগোছালো ও নোংরা অবস্থায় থাকলে জাতি কিভাবে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য বর্ধিত ব্যয়ের সুফল আশা করবে তা ভেবে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তার মতে ঐ অফিসের পরিবেশ কাজের উপযোগী নয়।

শিক্ষা পরিদফতর পরিদর্শন করতে গিয়ে প্রেসিডেন্টের যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা যেমন অস্বাভাবিক নয় তেমনি তিনি যেসব মন্তব্য করেছেন তারও যথার্থতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তোলবার অবকাশ নেই। শিক্ষা পরিদফতরের অভ্যন্তরে যে পরিবেশ বিরাজমান তাতে সত্যি সত্যি সেখানে কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। যে অফিসে ফাইলপত্র ধুলোয় গড়াগড়ি খায় নোংরা অবস্থায়, এখানে সেখানে পড়ে থাকে, সেখানে কাজ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই ওঠে। তা হচ্ছে, সেখানে কি সত্যি সত্যি কোন কাজ হয়? একেবারে হয় না, একথা বলা ঠিক হবে না। ঠিক সেখানে যে সংখ্যক কর্মচারী ও কর্মকর্তা আছে এবং কাজের যেটুকু সুযোগ আছে সেই অনুযায়ী সেখানে কাজ হয় একথা আমাদের বিশ্বাস হয় না। অন্ততঃ একটি দেশের শিক্ষা পরিদফতরকে যে বিশাল দায়িত্ব পালন করতে হয় সেটুকু কাজ হয় তা তার তুলনায় কিছুই নয়। শিক্ষা পরিদফতর গোটা জাতির শিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডের স্নায়ুকেন্দ্র কিন্তু স্নায়ুকেন্দ্রটি প্রয়োজন অনুযায়ী গতিশীল নয়। সেখানকার পরিবেশে তা হবার কথাও নয়।

তবে কাজের পরিবেশ কেবলমাত্র শিক্ষা পরিদফতরেই অনুপস্থিত এমনটা মনে করার কোন অবকাশ নেই। অধিকাংশ সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাতেই পরিবেশ প্রায় অভিন্ন। সেখানেও ফাইল ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। এখানে সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকে। কাজের লোকটিকে তার আসনে তো দেখা যায়ই না, আশপাশেও কোথাও তার চিহ্ন মেলে না। বছর দুয়েক আগে উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদ বিদ্যুৎ বিভাগের মন্ত্রী হিসাবে একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ প্লান্টে গিয়ে সেখানকার অবস্থা দেখে গভীর অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। অতীতে আরও অনেক মন্ত্রী ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিভিন্ন সরকারী অফিসে গিয়ে একই ধরনের তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

মফস্বলের সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় দুর্দশা আরো বেশি। এমন অনেক অফিস আছে যেখানে দিনের পর দিন তালা পর্যন্ত খোলা হয় না। সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তারা কখন আসেন কখন যান তার কোন ঠিক নেই। এমন কি অফিসে দিনের পর দিন না গেলেও কারো কিছু বলার নেই। আর সেখানে অফিস ও ফাইল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গুছিয়ে রাখা এসব প্রশ্ন তো ওঠেই না। তোলারও কেউ নেই।

শিক্ষা পরিদফতর একটা ছোটখাটো অফিস নয়। বিরাট অফিস, অপরিসীম তার গুরুত্ব। কিন্তু সেই অফিসের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা সেই গুরুত্ব সম্পর্কে তেমন সচেতন বলে মনে হয় না। কর্তব্যে সচেতন হলে সেখানে এমন অগোছালো ও নোংরা অবস্থা বিরাজ করত কিনা সন্দেহ আছে। আর ভবিষ্যতেও ঐ পরিদফতরে বা অন্যান্য অনেক সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কাজের সুষ্ঠু পরিবেশের সৃষ্টি হবে কিনা সে সম্পর্কেও আমাদের সন্দেহ আছে।

প্রেসিডেন্ট বলেছেন, তিনি একমাস পরে আবার শিক্ষা পরিদফতরে যাবেন। আমাদের বিশ্বাস তার এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা পরিদফতরের আবর্জনা পরিষ্কার হবে, ফাইলপত্র গোছগাছ করা হবে। এবং সেই সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে।

0 C00C25